রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, মার্চ ১৫, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১১ই অগ্রহায়ণ ১৪০৩ বাং/২৫শে নভেম্বর ১৯৯৬ ইং

এস, আর, ও নং ২১৮-আইন/শ্রজম/শা-৯/রায়-৪/৯৬(অংশ)—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকার নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথাঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নং
(১)	ইমিগ্রেশন মামলা	১/১৯৯৩
(২)	আপীল মামলা	৬৩/১৯৯৪
(৩)	আই, আর, ও মামলা	৪৭/১৯৯৫
(৪)	অভিযোগ মামলা	৭২/১৯৯৫
(৫)	অভিযোগ মামলা	৫৫/১৯৯৫
(৬)	পি, ডাব্লিউ কেস	১৩/১৯৯৫
(৭)	অভিযোগ মামলা	৫৬/১৯৯৫
(৮)	আই, আর, ও মামলা	২২৬/১৯৯৫
(৯)	আই, আর, ও মামলা	২৬৪/১৯৯৫
(১০)	অভিযোগ মামলা	৮/১৯৯৪

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ইমিগ্রেশন কেস নং-১/১৯৯০

সহকারী পরিচালক,
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
শ্রম ভবন, ৪ রাজউক এভিনিউ (ডিআইটি এভিনিউ),
মতিঝিল, ঢাকা—বাদী।

বনাম

মোঃ মঈন উদ্দিন হোসেন,
মালিক, মেসার্স পপুলার ট্রেড (বাংলাদেশ) লিঃ,
নিরালা ভবন, ৯/এ, টয়েনবী সার্কুলার রোড,
(১ম তলা), মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

স্থায়ী ঠিকানাঃ

গ্রাম সাউথ মন্দিয়া, পোঃ পীর সুলতান,
থানা ছাগলনাইয়া, জেলা ফেনী—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৩৪, তারিখ ৪-৮-৯৬ ইং

মামলাটি চার্জ গঠনের জন্য ধার্য আছে। বাদী ও আসামী উপস্থিত। আসামীর বিজ্ঞ-আইনজীবী ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১ (এ) ধারায় আসামীকে ডিসচার্জ করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন এবং ফিরিস্তি সহকারে কাগজপত্র দাখিল করেন।

রাষ্ট্র পক্ষে বিজ্ঞ-এ, পি, পি আসামীর বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২১ ও ২৩ ধারায় অভিযোগ গঠনের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন।

অপর দিকে আসামী পক্ষে তাহার নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবী আসামীকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারা মোতাবেক মামলার দায় হইতে অব্যাহতির নিমিত্ত যুক্তিতর্ক পেশ করেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। নথিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী দেখা যায় যে, সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা কর্তৃক আসামীর বিরুদ্ধে দায়ীরী লিখিত অভিযোগ মোতাবেক আসামী মঈন উদ্দিন হোসেন কর্তৃক গোলাম মহিউদ্দিনসহ অপরাপর ৩৯ জন ব্যক্তির নিকট হইতে বিদেশে চাকুরী প্রদানের অংগীকারে সর্বমোট ৬,৬৫,০০০ (ছয় লক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এই মর্মে দৈনিক ইত্তেফাকে ৮-১-৯২ ইং তারিখে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু সে তাহাদিগকে বিদেশে প্রেরণ করে নাই বা তাহাদের টাকাও তাহাদিগকে ফেরত দেয় নাই বিধায় সে ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২১ ও ২৩ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে। অপর দিকে আসামী পক্ষের বক্তব্য এই যে, আসামী সংশ্লিষ্ট সময় ১ জন লাইসেন্স প্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্ট হিসাবে

কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়া তৎকর্তৃক ৮-১-৯২ ইং তারিখে বৈদেশিক চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় এবং শুধুমাত্র চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিকট হইতে সরকার নির্ধারিত ফি ৮ ও ১২ হাজার টাকা ভিসা আসার পর গৃহীত হইবে মর্মে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। আসামী দরখাস্তে উল্লেখিত ৩৯ জন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন অগ্রিম গ্রহণ করে নাই। তাহাকে দরখাস্তে উল্লেখিত ব্যক্তিগণের কোন দাবী থাকিলে তাহারা উক্ত টাকা চাহিয়া তাহার নিকট লিগ্যাল নোটিশ দিতে পারিত এবং সে নালিশী দরখাস্তে উল্লেখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে উল্লেখিত অর্থ বা অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে কিনা তৎমর্মে এই মামলা দায়েরের পূর্বে তাহার কৈফিয়ত তলব ক্রমে তদন্ত হইতে পারিত। কাজেই, তাহার বিরুদ্ধে আণীত অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও তাহার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত করার মানষে ও তাহাকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার নিমিত্ত অত্র মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। আসামী পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্র হইতে দেখা যায় যে, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়, শাখা-১২ কর্তৃক ১৫-১২-৯১ ইং তারিখের স্মারক নং-শা-১২/আরএল-২০/৮৯(খন্ড-২) ১০৮৮ মতে আসামীকে বিদেশে লোক নিয়োগের নিমিত্তে কতিপয় শর্তে অনুমতি প্রদান করা হয় এবং উক্ত শর্ত মোতাবেক বৈদেশিক চাকুরী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়, শাখা-১২ কর্তৃক ২১-০৭-৯১ ইং তারিখের স্মারক নং-শা-১২/আর,এল-২০/৮৯(খন্ড-২)/৪৯৬ মোতাবেক আসামীর নিকট লোক নিয়োগের জন্য জীবন বৃত্তান্ত বাছাই করিয়া একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এর জন্য আসামীকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং আসামী যে একজন রিক্রুটিং এজেন্ট ছিল তৎসম্পর্কে লাইসেন্সের একটি ফটোকপি দাখিল করা হইয়াছে। অভিযোগ গঠন শুনানীকালে রাষ্ট্র পক্ষে একমাত্র নালিশী অভিযোগ ব্যতিরেকে অভিযোগ সম্পর্কীয় কোন তদন্ত প্রতিবেদন (Enquiry report) বা অভিযোগ পত্রে উল্লেখিত ব্যক্তিগণের কোন লিখিত অভিযোগ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় নাই। ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৬(৩) ধারার উল্লেখিত বিধানের আওতায় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্মারক নম্বর-শা-১৩/বি-৩/৯২/৩৯০(২০), তারিখ ১৮-৭-৯২ তে উল্লেখিত প্রজ্ঞাপন ও ২৫-৩-৮৫ ইং তারিখের স্মারক নম্বর S.R.O 156-L/LM/S-XII/M-17/83 মোতাবেক একজন লাইসেন্স প্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ব্যুরো অব ম্যান পাওয়ারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত অভিযোগ দায়েরের পূর্বে উপরোল্লেখিত প্রজ্ঞাপনের (ঞ) (২) ও (৩) দফায় উল্লেখিত বিধান অনুসারে অভিযোগ দায়েরের পূর্বে Enquiry বা তদন্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান রহিয়াছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে এইরূপ কোন Enquiry অভিযোগ দায়েরের পূর্বে করা হয় নাই। কাজেই, আসামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে আর কোন গ্রহণযোগ্য উপাদান অত্র আদালতের সম্মুখে উপস্থাপিত হয় নাই। এমতবস্থায়, আসামী কর্তৃক ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার দাখিলী দরখাস্ত যথাযথ শুনানী অন্তে বিবেচিত হইল। এক্ষণে এইরূপ

আদেশ

হইল যে, আসামী মোঃ মঈন উদ্দিন হোসেনকে তাহার বিরুদ্ধে আণীত ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২১ ও ২৩ ধারার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল এবং তাহাকে অবিলম্বে তাহার জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

আপীল নং ৬৩/৯৪

মোঃ ওবায়দুর রহমান (বাবুল),
সভাপতি,
জামালপুর জেলা অটো টেম্পো অটো রিকসা শ্রমিক ইউনিয়ন—আপীলকারী।

বনাম

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
ঢাকা বিভাগ,
৯নং বিজয় নগর,
ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষ।

উপস্থিত ঃ জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ ২৬-০৭-৯৬ ইং

রায়

প্রস্তাবিত জামালপুর জেলা অটো টেম্পো অটো রিকসা শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক ১২-৯-৯৪ ইং তারিখের প্রত্যাখানের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারার বিধান মোতাবেক অত্র আপীলের উদ্ভব হইয়াছে।

আপীলকারীর মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, আপীলকারী জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান, সভাপতি, প্রস্তাবিত জামালপুর জেলা অটো টেম্পো অটো রিকসা শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক এই মর্মে মেমো অব আপীলে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি ২৯-৪-৯৪ ইং তারিখে গঠিত হয় এবং ইং ১৮-৭-৯৪ তারিখের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিবরণীসহ প্রতিপক্ষের নিকট উহার রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ৪(১) বিধি মোতাবেক নির্ধারিত "বি" ফরমে একটি দরখাস্ত দাখিল করা হয়। প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২৬-৭-৯৪ ইং তারিখে পত্রমূলে আপত্তি উত্থাপন করতঃ উহা যথাযথভাবে মিটানোর জন্য আপীলকারীকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮-৮-৯৪ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে আপীলকারী সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজাদি ও পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয় এবং তদন্তের আহবান জানান হয়। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬ নং ধারায় আবেদন পত্রের জন্য কি কি প্রয়োজন ও ৭নং ধারায় রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে কোন জায়গায় "ডি" ফরম জমা দেওয়া অথবা শ্রমিকের পেশায় কোন প্রকার প্রমাণস্বরূপ কাগজাদি ও সার্টিফিকেট এর উল্লেখ নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রতিপক্ষের আপত্তি ছিল মনগড়া, গতানুগতিক, অসংগতিপূর্ণ এবং আইনতঃ অর্থহীন। আপীলকারীর ১৮-৮-৯৪ ইং তারিখের জবাবের পর প্রতিপক্ষের দপ্তর হইতে ২৭-৮-৯৪ ইং তারিখ একজন শ্রম অফিসার তদন্তে আসেন এবং তাহার সম্মুখে আপীলকারী কর্তৃক সমস্ত কাগজাদি দেখানো হয়।

প্রতিপক্ষের নিযুক্ত উক্ত শ্রম অফিসার প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যদের স্বাক্ষর যাচাই করিবার জন্য ডুপ্লিকেট "ডি" ফরমে সমস্ত সদস্যদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিপক্ষের ১৮-৮-৯৪ ইং তারিখে জবাবের সংগে সংযুক্ত "ডি" ফরম প্রতিপক্ষের কাছে জমা দিয়া ডুপ্লিকেট "ডি" ফরম নিয়া যায়। প্রতিপক্ষ ৮-৮-৯৪ ইং তারিখের জবাবের সংগে জামালপুর জেলার আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট অথরিটির আওতাভুক্ত অটো টেম্পো/অটো রিকসা সংখ্যা উল্লেখিত সার্টিফিকেটও প্রদান করেন। আপীলকারীর ইউনিয়ন সদস্য শুধু মাত্র চালক নয় তৎসংগে সাহায্যকারী নিয়া সংগঠিত। প্রতিপক্ষ আপীলকারীর সমস্ত কাগজাদি পাওয়ার পরেও ইং ১২-৯-৯৪ তারিখের আদেশমূলে প্রতিপক্ষ কর্তৃক আপীলকারীর প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮ নং ধারার বিধান মোতাবেক প্রত্যাখান করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ প্রত্যাখানের ভিত্তি হিসাবে যে আপত্তিসমূহ দেখা হইয়াছে উহা মনগড়া, গতানুগতিক ও অসংগতিপূর্ণ এবং আইন সম্মত নহে। কাজেই, বিক্ষুব্ধ হইয়া আপীলকারী কর্তৃক তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নটিকে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদানের আবেদনে এই আপীলটি আনয়ন করা হইয়াছে।

অপর দিকে প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক একটি লিখিত জবাব দাখিল করা হইয়াছে। উক্ত জবাবে অন্যান্যের মধ্যে এইরূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, আপীলকারীর ইউনিয়নটি ২৯-৪-৯৪ ইং তারিখে সাধারণ সভার মাধ্যমে গঠিত হয় বলিয়া তাহার দপ্তরে সভার সিদ্ধান্ত দাখিল করা হয়। কিন্তু উক্ত সভায় শ্রমিকগণের উপস্থিতির কোন প্রমাণ দাখিল করা হয় নাই। গত ১৮-৭-৯৪ ইং তারিখ আপীলকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষের দপ্তরে রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনের সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করার বক্তব্য সঠিক নহে। আপীলকারীর দাখিলকৃত কাগজপত্র প্রাথমিক পরীক্ষায় সঠিকভাবে প্রতীয়মান না হওয়ায় ২৬-৭-৯৪ ইং তারিখের পত্র মূলে আপত্তি উত্থাপন করতঃ উহা যথাযথভাবে মিটানোর জন্য প্রতিপক্ষ কর্তৃক আপীলকারীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। ১৮-৮-৯৪ ইং তারিখে আপীলকারী কর্তৃক তাহার আপত্তি পত্রের যে জবাব দেওয়া হইয়াছে উহা আইনসংগত নহে। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ৬ ও ৭ নং ধারার বিধান মোতাবেক রেজিষ্ট্রেশনের জন্য যে সমস্ত তথ্য এবং রেকর্ড পত্র আবেদন পত্রের সহিত দাখিল করার বিধান রহিয়াছে ঐ সকল তথ্য এবং রেকর্ড পত্রের সত্যতা যাচাইয়ের অধিকার রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন সংরক্ষণ করেন এবং আপীলকারীকে তাহার বক্তব্য প্রমাণাদিসহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। যেহেতু "পি" ফরমে সদস্যদের নাম ও সদস্যদের তথ্যাদি প্রদান করার বিধান এবং "ডি" ফরমে ঘোষণা পত্র ছাড়া কোন ব্যক্তিকে ইউনিয়নের সদস্য করার বিধান নাই। কেবল মাত্র "ডি" ফরম পূরণকারী সদস্যদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি "পি" ফরম পূরণের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের দপ্তরে দাখিল করার বিধান রহিয়াছে, এই প্রক্রিয়ার সভ্যতা যাচাই করার অধিকার প্রতিপক্ষ সংরক্ষণ করেন। সেইহেতু প্রতিপক্ষ মনগড়া, গতানুগতিক আপত্তি প্রদান করেন নাই। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণের সদস্যপত্র গ্রহণের প্রমাণস্বরূপ যে "ডি" ফরম প্রতিপক্ষের দপ্তরে দাখিল করা হইয়াছে উহাতে আবেদনকারীগণ কোন ইউনিয়নের সদস্য পদের আবেদন পত্র দাখিল করিয়াছেন তাহা উল্লেখ নাই। ফলে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে মোটেও নিশ্চিত হওয়া যায় নাই। ১৮-৮-৯৪ ইং তারিখ আপীলকারী কর্তৃক আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট কমিটি কর্তৃক যে সার্টিফিকেট দাখিল করা হইয়াছে তাহা আদৌ সত্য নহে। কারণ আপীলকারী মটরযান পরিদর্শকের পক্ষে স্বাক্ষরিত একটি প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করিয়াছেন যাহা গ্রহণযোগ্য নহে। প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের দাখিলকৃত সমস্ত কাগজপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সরেজমিনে তদন্তের পর আইনগত কারণে উক্ত ইউনিয়নের আবেদন পত্র ১২-৯-৯৪ ইং তারিখের আদেশমূলে সঠিকভাবে প্রত্যাখান করা হইয়াছে। কাজেই আপীলকারীর অপীলটি খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) ১২-৯-৯৪ ইং তারিখের তর্কিত প্রত্যাখান আদেশ রদ ও রহিতযোগ্য কিনা ?

(২) আপীলকারীর প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার পক্ষে আদেশ পাইতে হকদার কিনা ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় শুনানীর জন্য একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে প্রতিপক্ষের ১২-৯-৯৪ ইং তারিখের তর্কিত আদেশ মূলে প্রস্তাবিত জামালপুর জেলা অটো টেম্পো অটো রিকসা শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করা হয়। প্রতিপক্ষের উক্ত আদেশে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির অধিকাংশ চালক সদস্যদের গাড়ী চালনার লাইসেন্স হাল নাগাদ নবায়ন না থাকায় এবং তাহার ২৬-৭-৯৪ ইং তারিখের আপত্তি পত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলা/এলাকায় আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট অথরিটির প্রত্যায়ন পত্র আবেদনের সহিত দাখিল না করায় এবং আবেদন পত্রের সহিত দাখিলী "ডি" ফরমে সদস্যগণ কর্তৃক কোন্ ইউনিয়নের সদস্য পদের জন্য আবেদন করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ না থাকায় আপীলকারীর প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয় নাই। আপীলকারীর নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক যে আপত্তি মিটানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় আপীলকারী কর্তৃক সে সব বিষয়ে যথাযথভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং তৎকর্তৃক ঐ সকল বিষয়ে তদন্তের আহ্বান জানান হয়।

তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রতিপক্ষের পক্ষ হইতে যে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃকও প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। এমতাবস্থায়, রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক আর কোন আপত্তির অজুহাতে প্রস্তাবিত ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখান করার কোন সুযোগ নাই এবং কোনরূপে প্রত্যাখান করা হইলে উহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারার বিধানে আপীলযোগ্য।

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র যাচাই অন্তে দেখা যায় যে, আপীলকারী ১৮-৭-৯৪ ইং তারিখে প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের নিমিত্ত নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট কাগজাদিসহ প্রতিপক্ষের নিকট আবেদন রাখা হয়। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২৬-৭-৯৪ ইং তারিখের আদেশমূলে যে আপত্তি ও ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য আপীলকারীকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তাহা নিম্নরূপ ঃ

(১) তাহাদের নাম করণে "অটো টেম্পো/রিকসা" বিষয়ে যান্ত্রিক অটো রিকসা বা সাধারণ রিকসা কিনা এটা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(২) সাধারণ সভার সিদ্ধান্তে "তর্কশীল" উল্লেখিত হয় নাই এবং সভার সভাপতির স্বাক্ষরে তারিখ নাই।

(৩) সাধারণ সভায় ৩৭ জন শ্রমিক কর্মচারীর উপস্থিতির কথা বলা হইলেও উক্ত উপস্থিতির স্বাক্ষর প্রদত্ত হয় নাই।

(৪) ফরম "পি" সাধারণ সদস্যদের তালিকায় স্বাক্ষরসমূহ তারিখ বিহীন। প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে গাড়ীর রেজিষ্ট্রার্ড নং দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মালিকের নাম দেওয়া হয় নাই।

(৫) ফরম "এন" কার্যকরী কমিটির তালিকায় স্বাক্ষরসমূহ তারিখ বিহীন ও প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে মালিকের নাম দেওয়া হয় নাই।

(৬) সংশ্লিষ্ট জেলার "আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট অথরিটির" আওতাভুক্ত অটো টেম্পো/অটো রিকসা, ভ্যান, মিশুকসমূহের মোট সংখ্যা কত ও উহাতে শ্রমিক সংখ্যা কত এ সম্পর্কে সার্টিফিকেট এতদসংগে প্রদত্ত হয় নাই।

(৭) অটো টেম্পো অটো রিকসার শ্রমিকদের লাইসেন্সের ফটোকপি এবং সদস্যভুক্তির "ডি" ফরমসমূহ উপস্থাপন করা হয় নাই।

(৮) গঠনতন্ত্র ঃ

(ক) প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সিল মোহর এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সিল গঠনতন্ত্রে দেওয়া হয় নাই।

(খ) ১১ নং, ২৬ নং, ২৭ নং ও ৩১ নং অনুচ্ছেদসমূহ সংশোধন যোগ্য।

অতএব, উপরোল্লিখিত ভুলত্রুটি ও আপত্তিসমূহ অত্র পত্র প্রাপ্তির ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সংশোধন পূর্বক দাখিল করিতে বলা হইল।

.....

উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আপীলকারী কর্তৃক যে সকল বিষয়ে জবাব ৮-৮-৯৪ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করা হয় তাহাও নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

"

.....

বিষয় ঃ ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপত্তি ও ভুলত্রুটি সংশোধন।

সূত্র ঃ পত্র নং-টিইউ-৫৩/৯৪/১৭৯(সি), তাং- ২৬-৭-৯৪ ইং।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, উল্লেখিত বিষয় ও সূত্র অনুযায়ী ভুলত্রুটি ও আপত্তি বিষয়ে নিম্নোক্তভাবে সংশোধনের সিদ্ধান্ত করা হয় ঃ

(১) স্বাক্ষরের নিচে তারিখ দেওয়া হয় নাই, উপস্থিত পূর্বক মূল কাগজে যথারীতিভাবে স্বাক্ষর দেওয়া হইবে।

(২) এই ইউনিয়নের রেজুলেশন বহিতে সকল সদস্যদের স্বাক্ষর আছে এবং সরেজমিনে তদন্তের সময় উহা উপস্থিত করা হইবে।

(৩) মালিকের নাম সদস্যভুক্তির "ডি" ফরমে দেওয়া হইয়াছে।

(৪) শ্রমিকদের সকল মূল লাইসেন্স ইউনিয়ন কার্যালয়ে রহিয়াছে উহা তদন্তের সময় যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হইবে।

(৫) সরকারের আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট অথরিটি হইতে প্রদত্ত সার্টিফিকেট এর অনুলিপি এতদসংগে দেওয়া হইল।

(৬) গঠনতন্ত্রের সামান্য কিছু ত্রুটিসমূহ তদন্তকালীন সময়ে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে।

(৭) অত্র ইউনিয়নের সদস্যভুক্তির মূল "ডি" ফরম এতদসংগে দাখিল করা হইল।

অতএব, যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিলে বাধিত হইব।

.....

এই প্রসংগে এখানে উল্লেখ্য যে যদিও আপীলকারীর মেমো অব আপীলে ৩ নং অনুচ্ছেদে জবাবের তারিখ ১৮-৮-৯৪ ইং উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা মুদ্রাক্ষরণ জনিত ভ্রান্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ এইরূপ কোন জবাবের উল্লেখ সংশ্লিষ্ট নথিতে দেখা গেল না। নথি দৃষ্টি আরও প্রতিয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে শ্রম অফিসার জনাব আলী রেজা হায়দার কর্তৃক একটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তদন্ত শেষে উক্ত তদন্তকারী শ্রম কর্মকর্তা কর্তৃক ৩-৯-৯৪ ইং তারিখে দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদনে তৎকর্তৃক ১৩ নং ক্রমিকে এই মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক শর্তাদি পূরণ করা হইয়াছে বিধায় আপীলকারীর আবেদন অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন দেওয়ার নিমিত্ত সুপারিশ করা হউক। এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে, রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নকে আপত্তি উথাপনের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে উহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(১) ধারায় বিবৃত হইয়াছে। উক্ত ধারায় বিবৃত বিধান মোতাবেক রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নকে আবেদনে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় বা বিষয়সমূহ বাদ পড়িয়া গেলে বা যথাযথ বিষয় বিবেচিত না হইলে তিনি আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নকে জ্ঞাত করিবেন এবং উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন আপত্তি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে তাহার জবাব দাখিল করিবেন। উক্ত আইনের ৮(২) ধারা মোতাবেক রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক উথাপিত আপত্তি যথাযথভাবে মিটানো ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নটিকে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করিবেন। অন্যথায় উহা প্রত্যাখান করিতে পারিবেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক উথাপিত আপত্তি যাহাতে যথাযথবাবে মিটানো হয় তৎলক্ষে তাহার পক্ষে একটি তদন্তও অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইয়াছে। উক্ত তদন্ত অনুষ্ঠানের সুপারিশ মোতাবেক আপীলকারীকে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়ার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সুপারিশ করা হইয়াছে। কাজেই, এই সকল কাগজাদি ও তথ্যাদির ভিত্তিতে রেজিষ্ট্রার ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক ১২-৯-৯৪ ইং তারিখের আদেশমূলে নুতন অজুহাত দেখাইয়া আপীলকারীর রেজিষ্ট্রেশন প্রত্যাখান করা ন্যায়ানুগ হয় নাই মর্মে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ আপীলকারীর আবেদনটি যাহাতে যথাযথ বা নিয়ম মাফিক হয় তৎলক্ষেই তৎকর্তৃক আপীলকারীকে চিঠির মাধ্যমে সুযোগ দেওয়া এবং একই সংগে উক্ত আবেদন যথার্থ ও নিয়মমাফিক আছে কিনা তাহাও প্রয়োজনীয় তদন্তের মাধ্যমে নির্ধারণ করিবার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে আরও লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে শ্রম অফিসার কর্তৃক যে তদন্ত করা হয় উহা প্রকৃত অর্থে রেজিষ্ট্রার ট্রেড ইউনিয়নেরই তদন্ত এবং যেহেতু তদন্তের প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশনের পক্ষে সুপারিশ করা হইয়াছে সেহেতু তাহার ১২-৯-৯৪ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রত্যাখান সংক্রান্ত আদেশটি

আইনতঃ ও ন্যায়তঃ রক্ষণীয় নহে। কারণ, এই রেজিষ্ট্রেশন আবেদনের বিপক্ষে যে অজুহাত দেখানো হইয়াছে তাহা মিটানোর লক্ষ্যে আপীলকারীর কোন সুযোগ বিদ্যমান না থাকায় এইরূপ আপত্তি বা অজুহাত সম্বলিত উক্ত আদেশটি নিঃসন্দেহে প্রিন্সিপাল অব জাস্টিজ এর পরিপন্থী হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, আলোচ্য পরিস্থিতিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রতিপক্ষের ১২-৯-৯৪ ইং তারিখের আদেশটি রদ ও রহিত যোগ্য এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নটিকে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত ইউনিয়নটিকে রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের পক্ষে লিখিত মতামত দাখিল করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, অত্র আপীলটি বিনা খরচায় দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল। প্রতিপক্ষের ১২-৯-৯৪ ইং তারিখের আপীলকারীর রেজিষ্ট্রেশন প্রত্যাখান সংক্রান্ত আদেশটি এতদ্বারা রদ ও রহিত করা হইল। আপীলকারীর প্রস্তাবিত ট্রেড ইউনিয়নটি রেজিষ্ট্রী করিয়া রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট যথাশীঘ্র আপীলকারীর বরাবরে ইস্যু করার জন্য প্রতিপক্ষকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া গেল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ৪৭/৯৫

মনু মিয়া, কাটিং এ্যাসিসটেন্ট,
পিতা-ফুল মিঞা,
২৮৯/১, শান্তিবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) কমট্রেড এ্যাপারেলস লিঃ
১৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ,
প্রতিনিধিত্বে ইহার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) ব্যবস্থাপক (অর্থ ও প্রশাসন),
কমট্রেড এ্যাপারেলস লিঃ,
১৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ,
রোড নং-১, ঢাকা-১২০৫।

(৩) সহকারী ব্যবস্থাপক (পার্সোনাল),
কমট্রেড এ্যাপারেলস লিঃ,
৭/এ, শান্তিবাগ (রাজারবাগ),
ঢাকা-১২১৭—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ- ৫-৮-৯৬

প্রথম পক্ষ মনু মিয়া মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষ মনু মিয়ার পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। তিনি মামলাটি চালাইবেন না মর্মে সাক্ষ্য দিয়াছেন। কাজেই প্রত্যাহারের প্রার্থনা বিবেচনা করা হইল। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং-৭২/৯৫

মনু মিয়া, কাটিং এ্যাসিসটেন্ট,
২৮৯/১, শান্তিবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) কমট্রেড এ্যাপারেলস লিঃ
১৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ,
প্রতিনিধিত্বে ব্যবস্থাপনা
পরিচালক।

(২) ব্যবস্থাপক (অর্থ ও প্রশাসন),
কমট্রেড এ্যাপারেলস লিঃ,
১৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ,
রোড নং-১, ঢাকা-১২০৫।

(৩) সহকারী ব্যবস্থাপক (পার্সোনাল),
কমট্রেড এ্যাপারেলস লিঃ,
৭/এ, শান্তিবাগ (রাজারবাগ),
ঢাকা-১২১৭—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ- ৫-৮-৯৬

প্রথম পক্ষ মনু মিয়া মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষ মনু মিয়ার পি, ডব্লিউ-১ হিসারে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। তিনি মামলাটি চালাইবেন না মর্মে সাক্ষ্য দিয়াছেন। কাজেই, প্রত্যাহারের প্রার্থনা বিবেচনা করা হইল। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৫৫/৯৫

মোঃ ইব্রাহিম,
পিতা মৃত সফর আলী,
১৬০, দক্ষিণ কমলাপুর,
মতিঝিল, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স,
বিমান ভবন,
১০০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(২) পরিচালক, (প্রশাসন),
বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স,
বিমান ভবন,
১০০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(৩) পার্সোনাল অফিসার,
বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স,
বিমান ভবন,
১০০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(৪) জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন),
বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স,
বিমান ভবন,
১০০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(৫) ব্যবস্থাপক, ফিল্ড সার্ভিস,
জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর,
কুর্মিটোলা, ঢাকা।

(৬) ব্যবস্থাপক, ক্যাবিন ফ্যাসিলিটিজ
জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর,
কুর্মিটোলা, ঢাকা।

(৭) রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
ঢাকা, ৯ নং বিজয় নগর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত ঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আব্দুর রব (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ ২৬-৮-৯৬

রায়

বাদীর তিনটি বর্দ্ধিত বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে বাতিল এবং তিরস্কারমূলক শাস্তির আদেশ প্রত্যাহারের আবেদনে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (১) (খ) ধারার আওতায় অত্র অভিযোগ মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, তিনি ৩১-৮-৮১ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে পেন্ট্রিম্যান হিসাবে কাজে যোগদান করেন এবং এখনও চাকুরীরত রহিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের ১৩০৮ নম্বরে নিবন্ধিকৃত বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং ১৯৮৬ সালে সিবিএ এর নির্বাচনে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় ৯-৬-৮৮ ইং তারিখের সংবাদ সূত্রে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিমানে এক শ্রেণীর কর্মচারী কর্তৃক ফ্রিল্ড সার্ভিসের কার্যালয়ে ১৩৯টি লকার ভাংগিয়া মালামাল সরানো হয়। উক্ত অভিযোগ প্রসংগে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৮৯ সনের বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনে প্রথম পক্ষের প্যানেল পরাজিত হয়।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত লকার সংক্রান্ত সংবাদের ভিত্তিতে ৩০-৪-৮৯ তারিখ প্রথম পক্ষকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ১৬-৫-৮৯ইং তারিখে জবাব দাখিল করেন। ৫নং দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষরে ২২-৭-৮৯ ইং তারিখে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। তিনি ৩০-৯-৮৯ইং তারিখ অভিযোগের জবাব দাখিল করেন। তৎপর অভিযোগ তদন্তের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কমিটির তদন্তে তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। প্রথম পক্ষ ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে তাহার বর্ধিত বেতন সম্পর্কে খোজ খবর নিয়া জানিতে পারেন যে, তাহার তিনটি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে বাতিল করা হইয়াছে এবং তাহাকে তিরস্কারমূলক শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। বর্ণিত শাস্তিমূলক আদেশে স্বাক্ষর প্রদান করেন ১নং ২য় পক্ষ অর্থাৎ বাংলাদেশ বিমান এয়ার লাইন্স পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক । অপরদিকে বিমানের চাকুরী বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলত আদেশে স্বাক্ষর করার অধিকারী ২নং ২য় পক্ষ অর্থাৎ পরিচালক (প্রশাসন) এবং ১নং ২য় পক্ষমূলক আপীল কর্তৃপক্ষ। ক্ষমতা/বিধি বহির্ভূতভাবে ১নং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক শাস্তিমূলক আদেশ প্রদান আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ এবং এ কারণে উহা বাতিল যোগ্য। ইতিমধ্যে পূর্বেও প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল। অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় দ্বিতীয়বার পুনঃ তদন্তের আদেশ হওয়ার পর তিনি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রিট মামলা নং-১৫১৭/১৯৯০ দায়ের করেন। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষ কর্তৃক ২২-১২-৯০ইং তারিখ জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন) এর বরাবরে উক্ত অন্যায় আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা হয়। পরবর্তীতে ২০-১-৯৫ তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃক শাস্তির আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা হইলে উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩নং দ্বিতীয় পক্ষে পার্সোনাল অফিসারের স্বাক্ষরিত স্মারক নং-৩২২২১/৯৫/৯৩১, তাং-১৩-৪-৯৫ মোতাবেক তাহাকে জানান হয় যে বিমান পরিচালনা পরিষদ তাহার বিভাগীয় শাস্তি প্রত্যাহারের আপীল আবেদনটি বিস্তারিত আলোচনান্তে নাকচ করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় প্রথম পক্ষ কর্তৃক উক্ত শাস্তি প্রত্যাহারের দাবীতে ১৬-৪-৯৫ইং তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করা হয় এবং আপীল নাকচ এবং অনুযোগ পত্রের জবাব না দেওয়ার কারণে অত্র মামলার কারণ উদ্ভব হইয়াছে। কাজেই তিনি অত্র মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হন।

উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইন বিষয়ক, জনাব আবরার হোসেন এর স্বাক্ষরে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক জবাব দাখিলের মাধ্যমে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। উক্ত জবাবে এই মর্মে উক্তি করা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে অচল এবং উহা দায়ের করার কোন কারণ বিদ্যমান নাই এবং এস্টোপেল, ওয়েভার, একুইলেন্স দ্বারা বারিত। দ্বিতীয় পক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ৩১-৮-৮১ইং তারিখে পেন্ট্রিম্যান পদে চাকুরীতে যোগদান করে এবং বর্তমানেও চাকুরীরত রহিয়াছে। ৬-৬-৮৮ তারিখ প্রাক্তন ফিল্ড সার্ভিস শাখায় সংঘটিত ষ্টাফ লকার ভাংগা সংক্রান্ত ঘটনার সহিত তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তিস্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাহার তিনটি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ ও তিরস্কার প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ দায়ী নন এবং তিনি নির্দোষ বলিয়া দাবী করতঃ তাহাকে উক্ত শাস্তি মওকুফ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানান হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার আবেদন বিবেচনার যোগ্য নয় মর্মে জানাইয়া দেওয়া হয়। উক্ত জবাবে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তদন্তের জন্য প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইয়াছিল জনাব টি, এ, চৌধুরী, প্রাক্তন ব্যবস্থাপক, ষ্টোর। তাহার তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রথম পক্ষ মোঃ ইব্রাহীমের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত নথিটির কার্যক্রম স্থগিত হয় এবং ২৭-৯-৮৮ ইং তারিখ পর্যন্ত ঘটনাটি নথি বন্ধ করে রাখা হয়। অতঃপর ১৪-১-৮৯ইং তারিখ আদেশ নং-২/৮৯ অনুযায়ী তিনজন কর্মকর্তা সমন্বয়ে অপর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির সুপারিশ ও তদন্তে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৪-১-৯৪ তারিখের প্রথম পক্ষ তাহার উপর প্রদত্ত শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করা হয় এবং উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩নং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ১৩-৪-৯৫ তারিখে তাহাকে তাহার বিভাগীয় শাস্তি প্রত্যাহারের আপীল আবেদনটি নাকচ করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটিতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না এবং তাহার অভিযোগ মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) প্রথম পক্ষ কর্তৃক অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিবার কোন কারণ বিদ্যমান আছে কিনা?

(২) প্রথম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২ঃ

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় পর্যালোচনার নিমিত্তে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ৩১-৮-৮১ তারিখ পেন্ট্রিম্যান পদে যোগদান করেন এবং বর্তমানেও তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কর্মরত রহিয়াছেন। ইহাও অনস্বীকৃত যে, লকার ভাংগার প্রশ্নে প্রথমে একটি তদন্ত হয় এবং উক্ত তদন্তে প্রথম পক্ষের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রথম পক্ষ বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য এই সম্পর্কে দ্বিতীয় পক্ষ হইতে অস্বীকার করা হয় নাই। আমরা শুনানীকালে উভয় পক্ষের দাখিলকৃত কাগজাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি এবং প্রথম পক্ষের চাকুরী সংক্রান্ত নথি আনিয়া উহা পর্যালোচনা করি। প্রদর্শনী-১ হইতে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট সময়ে বাদী বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়নে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। প্রদর্শনী-২ লকার সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে বাদীর প্রতি প্রদত্ত ৩০-৪-৮৯ তারিখ ও কারণ দর্শানো নোটিশ। প্রদর্শনী-৪ অভিযোগ পত্র, তারিখ-২২-৭-৮৯। প্রদর্শনী ৫ বাদী কর্তৃক দাখিলী জবাব এবং প্রদর্শনী-খ হইতেছে ২২-৭-৮৯ তারিখ তদন্ত সম্পর্কে সাক্ষীর মূল্যায়ন। উক্ত মূল্যায়নে লকার ভাংগা সম্পর্কে

বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। প্রদর্শনী-গ হইতেছে অপর একটি তদন্ত বিষয় যাহাতে ফিল্ড সার্ভিসেস জনাব সালেহ আহম্মদ ও আব্দুর রাজ্জাক এর জবানবন্দি দেওয়া হয় এবং উক্ত তদন্তের ভিত্তিতে ১৭-২-৯০ তারিখে মোঃ নূরুল আলম, মহাব্যবস্থাপক, গ্রাহক সেবা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সিদ্ধান্তের মোতাবেক বাদীকে তিরস্কার এবং তিন বৎসরের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ (যাহা কখনো পাওয়া যাইবেনা) মর্মে শাস্তি প্রদান করা হয় এবং নথির ২৫০ পৃষ্ঠায় রক্ষিত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, প্রশাসন, গ্রাহক সেবা দপ্তরের সূত্র নম্বর -ঢাকজিএর পি-৩২২২১/৯০/১৫৭, তারিখ ১৮-২-৯০ মূলে উপরে বর্ণিত শাস্তি বাদীর বিরুদ্ধে আরোপ করা হয়। বাদীর ব্যক্তিগত নথি, পি-৩২২২১, ভলিয়ুম-১ এর ২৬১ পৃষ্ঠাতে রক্ষিত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, প্রশাসনিক বিভাগ এর সূত্র নম্বর ঢাকজিএস/পি-৩২২২১/২০৪৩/৯১/৬৬, তারিখ ২৬-৫-৯১ মূলে ইহা পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, বাদীর উপর আরোপিত ১৮-২-৯০ইং তারিখের অভিযোগ প্রত্যাহার করা হইয়াছে যাহার অনুলিপি বাদী ২৬-৫-৯১ তারিখেই বুঝিয়া পাইয়াছেন মর্মে বক্তব্য দিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রদর্শনী-ঙ দৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদীর ২০-১-৯৪ তারিখের আবেদন সংশ্লিষ্ট বিমান পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক তাহার উপর আরোপিত শাস্তি প্রত্যাহার এর আপীল আবেদনটি নাকচ করিয়াছেন। বাদী উহার বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (ক) ধারা অনুযায়ী অনুযোগ পত্র প্রদান প্রসংগ আমাদের নিকট ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যেহেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২৬-৫-৯১ তারিখের স্মারক নং-ঢাকজিএস/পি-৩২২২১/২০৪৩/৯১/৬৬ মূলে বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং যাহার অনুলিপি বাদী প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পরিস্থিতিতে বাদী কর্তৃক বিভাগীয় শাস্তি প্রত্যাহারের আবেদন করা বা তৎসম্পর্কে তাহার আবেদন নাকচ করার বিষয়টি তথ্যবিবর্জিত ও তথ্যের পরিপন্থী। কাজেই প্রদর্শনী-৭ মূলে যে গ্রীভান্স পিটিশন কর্তৃপক্ষ বরাবরে দেওয়া হইয়াছে উহার কোন কারণ নাই। সুতরাং প্রথম পক্ষ কর্তৃক অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিবার কোন কারণ বর্তমানে বিদ্যমান নাই। যেহেতু তাহার উপর আরোপিত শাস্তি ২৬-৫-৯১ তারিখে প্রত্যাহার হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায়, বাদী অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহে। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে শুনানীতে কারণের অভাবে খারিজ হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE CHAIRMAN, SECOND LABOUR COURT,
SRAM BHABAN, SIXTH FLOOR, 4, D. I. T. AVENUE,
DHAKA.

P.W Case No. 13 of 1995

Mr. Serajul Mawla, Code No. 81305,
Retd. Laskar,
C/o. Nabik & Karmachari Union,
5 No. Ghat, Jahaji Sramik Bhaban,
Narayanganj—**Petitioner.**

Versus

Bangladesh Inland Water Transport Corporation,
Represented by its Chairman.
5, Dilkhusha C/A, Dhaka-1000—**Opposit Party.**

Present: Md. Abdur Razzaque,
Chairman,
Second Labour Court
and
"Authortiy"
P. W. Act, Dhaka.

Judgment

This is an application under section 15(2) of Payment of Wages Act, 1936.

The case of the applicant, in short, is that he was employed as Laskar on 18-4-66 and retired as such on 31-12-92 on completion of 25 years of service. Since the day of his retirement he wrote several letters to the opposite party for realisation of his service benefits. On 24-6-92 the opposite party issued a letter to him showing the date of his retirement as 30-12-92 but the opposite party by another letter showed his date of retirement falling on 19-2-88 and accordingly he was paid gratuity amounting to Tk. 23,430 on the basis of on month per year of service up to 19-2-88 against his entitled gratuity up to 31-12-92 at the rate of two months basic salary per year of service. Besides, the opposite party deducted a sum of Tk. 6571.53 on account of excess wages illegally though no excess payment was taken by him during the period of his service. He also came to know that the opposite party is going to claim a sum of Tk. 88,279.88 from the petitioner on the plea of shortages. But the petitioner is not aware of any such shortages which were not settled in the past. Though few show cause notice were served on him he submitted written explanations in respect of these shortage incidents. The

matter ended there and as such no charge sheet was brought against him at the time of his retirement on 31-12-92. The applicant sent a legal notice to the opposite party on 28-3-95 by the registered post through his appointed lawyer. But of no use and as such he has been compelled to file this case on 15-4-95 praying for direction under section 15(3) of Payment of Wages Act, 1936 upon the opposite party to pay his servce benefit up to 31-12-92 at the rate of two months basic salary per year of service, refund of Tk. 6,571.53 deducted illegally on the excuse of excess salary drawn and not to deduct a sum of Tk. 88,279.88 from the petitioner on the pretext of shortage and compensation as admissible under section 3 of the Payment of Wages Act, 1936.

On behalf of the opposite party chairman of the B.I.W.T.C entered appearance and contested the case on the basis of filling a written statement denying the case of the petitioner. In the written statement it has been stated, *inter alia*, that the corporation has got its own service rules and circular & according to circular any shortages in excess of Tk. 15,000 calls for a enquiry and for shortages less than Tk. 15,000/= holding of enquiry is not compulsory. The applicant joined the service as Laskar on 18-4-66 and according to the decisions of the authority he was given retirment benefits with effect from 19-2-88 computing his service at 21 years 8 months 25 days. Though the opposite party earliear issued a letter to the applicant on 24-6-92 intimating his date of retirement 30-12-92 but on enquiry the applicant's date of birth was determined falling on 19-2-31 and accordingly by the letter dated 23-2-94 applicant's date of retirement was fixed on 19-2-88. Besides, for applicant's shares of shortages of goods worth Tk. 94,044.82 Sharang/Master in charge of ship including the petitioner were asked to show cause notices and charge sheets were given. Explanations for not being satisfactory debit notes were issued by the commercial department for realisation of the amount representing the shortage of goods from the concerned Seaman including the applicant. Upon the enquiry the applicant was found guilty and as such he was directed to deposite his shares of shortages to the amount of Tk. 94,044.82 to the corporation. If the applicant's entitled gratuity amounting to Tk. 23,430 is deducted even that the corporation is entitled to get from the applicant Tk. 70,614.82. Besides, as per the Government order the applicant is not entitled to get refund of Tk. 6,571.53 which was deducted as pay equalisation. The applicant was given opportunity to make his self defence in respect of shortage of goods while he was in service. The applicant is liable to pay Tk. 94044.88 to the opposite party for which money suit would be instituted for realisation and to get rid of the liability the applicant has filed this case and as such the case is liable to be rejected.

Upon the pleadings following points are being framed for the purpose of findings and determinations.

POINTS FOR DETERMINATION

(1) Is the applicant's date of retirement 31-12-92?

(2) Have the money been properly deducted?

(3) To what relief, if any, is the applicant entitled?

FINDINGS AND DECISIONS

Point Numbers 1, 2 & 3 :

All these points are taken up together for the sake of brevity and convenience for discussion.

Admittedly, the applicant was appointed as Laskar on 18-4-66. It is also admitted that by the letter dated 24-6-92 vide exts.2 the applicant date of retirement was intimated to him and other authorities falling on 31-12-92 in view of his reaching to 57 years on 30-12-92. It is also further admitted that by the letter dated 23-2-94 *vide* exts. 4 the applicant's date of retirement was intimated to the applicant falling on 19-2-88 as per decision of the authority. The applicant figuring as P.W.1 has given his testimony that joined as Laskar under the opposite party on 18-4-66 and retired from service on 31-12-92. His service book is exts. 1. In this exts.1 in the column of date of birth 1935 has been written. It further disclosed that the exts. 1 was issued on 5-6-75.

Md. Nasir Uddin Bhuiyan, Acting Manager, Fleet Officer. Narayanganj figuring as D.W.1 has stated in his examination is chief that the applicant filed application to the opposite party on 19-2-66 for service and proved the same as exts. Gha. This exts. Gha does not bear neither the L.T.S nor the signature of the applicant and latter portion of the same is also tornout. However, during the enquiry regarding the applicant age determination, Exts, Gha may be referred and in respones to the question of the enquiry officer P.W.1 appears to have stated that he told his date of birth 1935 to the person who wrote the same and that he does not know how to read & write and he simply put his L.Ts. on that applications. But the exts.Gha does not bear any L.Ts. of the applicant. Further, it is a typed one which discloses that the applicant service in R.S.N. Com. India for the last 12 years as mentioned to the application. But the P.W.1` denied this during the enquiry. In such circumstances,we can not preclude the presumption of having an experience certificate included with the ext. Gha by the applicant in suport of the endorsement made in it if these beany besides the age certificate.

In such circumstances and in view of the objection of the petitioner for not placing reliance upon the exts. Gha I am unable to hold my view that exts. Gha was the application of the applicant for his service.

Secondly, for argument sake if, I am to rely exts. Gha as the applicant's application for service, the opposite party being the custodian of the same ought to have secured a declaration from the applicant during his service time in point of his specfic date of birth, specially at the time of opening the service book for the applicant on 5-6-75 where in there is a specific column meant for it. For not doing the same the opposite party can not avoid the responsibility. Further exts. Kha is a enquiry report dated 13-9-93 submitted by Shahinur Bhuiyan in connection with the determination of the applicant

age. The enquiry officer appears to have recommended the applicants date of birth falling on 19-2-31 A.D on the basis of applicant's own admission & as per the list of the unit employees where in the date of birth of the applicant was 19-2-31 A.D. No- where in statement of the P.W.1 before the enquiry officer made on 17-7-93 the applicant appears to have admitted his date of birth as 19-2-31 AD. Besides, no list of unit employees disclosing applicants age 19-2-31 AD. was referred to the applicant during the enquiry nor plaeed before us.

In the circumstances alleged domestic enquirry for the determination of the applicant age after his retirement appears to us not fair and proper. Therefore, the decision of the authority as regards the date of birth of the applicant on the basis of the said enquiry also appears to us not acceptable at this late stage while the applicant was furnished with an order of retirement with effect from 31. 12. 92 by the opposite party prior to holding of such enquiry. Further it appears to us that the applicant rendered his service upto 31-12-92 and he was given an order of retirement by the opposite party with effect from 31-12-92. Having regard to the facts and circumstances of the case, I am lead to say that the exts. 4 showing applicant's date of advance retirement on 19-2-88 appears to us not bonafide and proper. Consequently, we are to say that the exts. 2 disclosing applicants retirement with effect from 31-12-92 is acceptable to us for the purpose of his wages determenation and accordingly his wages that includes gratuity is also liable to be calculated as per the rate prevalent at the relevant time on 31-12-92.

With regards to the point of deduction on amount of excess drawn by the applicant what it appears to us is that the applicants pay was fixed in the scale of Tk. 1300-2615 on modification disclosing basic pay as on 1-7-91 at Tk. 1865, 24-4-92 at Tk, 1940 and 1-6-92 at Tk. 1940, as per the endorsement entered at page 98 on 14-2-94 of the exts. 5. It further showes that the applicants pay was fixed on 8-12-91 1940.00 for the month of June 1991 disclosing next increment as on 15-6-92 D.W.1 has stated that in 1992 at the time of his retirement applicant was given basic salary at TK, 2015/=. endorsement entered at page 100 of exts.5 suports the testimony of the D.W.1. In such circumstances we have not been furnished with any paper as to how the pay equalisation of the applicant with the code no. 81135 was cancelled resulting of which the question of excess of drawn by the applicnat arose.

Therefore, we are unable to allow deduction of the alleged amount of Tk. 6,573.53 on account of excess payment.

As regard the point of shortages what it appears to us that as many as 26 claim's worth Tk. 94044.82 as per the extd. Ja-& (1) has been levelled against the applicant. This exts, Ja was issued on 9-10-95 Ja(1) on 22-4-95. D.W 1 has stated that out of the above 26 claim's papers disclosing to 15 claims have been submitted before this court. He has further stated that out of these 15 claims except 4 claims charge-sheet has been served upon the master in respect of 11 claims. As per exts. Jha 22 which is charge-sheet bearing dt. 26-9-92 appears to have been served upon the applicant in respect of

invoice number 1 & 24 dated 17-2-92 for the shortage of 2,481 litre's of petrol. But the papers before us do not disclose that any departmental enquiry held against the applicant in respect of these 26 claim's or any steps taken against the applicant except issuance charge-sheet. Therefore, deduction of shortage on the basis of debit note and without holding any enquiry worth Tk. 94,044.92 as per the exts. Ja & Ja (1) appears to us not acceptable in as much as such deduction on the basis of debit notes is contrary to the principal of natural justice. The authority is, however, at liberty to hold enquiry in respect of claim's of shortage for the applicant's share if any asper law. Considering the above facts and circumstances, and papers as submitted before us and submissions of Ld. advocates, I am of opinion that the deduction worth Tk. 94,44.82 from the petitioner on the plea of shortage of 26 claim's is not proper and legal. But the opposite party may, however, separately enquire into the alleged shortages as per law against the applicant. Members are consulted.

In the result applicant succeeds in this case conditionally in part. Hence,

ORDERED

that P.W case no 13/95 be allowed conditionally in party on contest against the opposite party, however, without any order as to cost.

The opposite party is directed to determine the service benefits of the applicant up to 31-12-92 as per law, and the opposite party is further directed not to deduct the sum of Tk. 6,571.53 on account of excess drawn and another sum of Tk. 94,044.82 from the petitioner on plea of shortage of claim's.

The opposite party is, however, at liberty to complete the the proceedings for which the applicant has been given charge-sheet and regarding other items of claims the opposite party is also at liberty to hold departmental enquiry independly against the applicant for the claims of shortages as per law. The opposite party is thus directed to compute the service benefit of the applicant and make payment to him within 90 days from this date falling which the applicant is permitted to realise the same in due process of law.

Md. Abdur Razzaque
Chirman
Second Labour Court
Dhaka.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন(৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৫৬/৯৫

মোঃ ইব্রাহিম মুন্সী, পিং-মৃত মোঃ ফেরেস্তানী মুনসী,
সাং-পশ্চিম আডরা,(মুন্সী বাড়ী), ডাকঘর- কাঠালিয়া,
থানা-কাঠালিয়া, জেলা-ঝালকাঠি—দরখাস্তকারী।

বনাম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড,
পক্ষে-চেয়ারম্যান,
ওয়াপদা বিল্ডিং,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৩, তারিখ ২৪-৮-৯৫

মামলাটির প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে কেন খারিজ হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য অদ্য ধার্য আছে। অদ্যও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষর সদস্য ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দৃষ্টে পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, প্রথম পক্ষ গত ৩০-৬-৯৬, ২৪-৭-৯৬ এবং অদ্য পর পর ৩ তারিখ অনুপস্থিত। এমতাবস্থায়, প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি পরিচালনা করিতে আগ্রহী নহেন এবং উহা খারিজ যোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের তদবীর অভাবে খারিজ হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং-২২৬/৯৫

সৈয়দ শেখ আহাম্মদ,
পিতা মৃত হেলাল উদ্দিন শেখ
গ্রাম দুলাজুরী, পোঃ চর নোয়ান্দা,
থানা বোয়ালখালী, জেলা ফরিদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন এর পক্ষে,
চেয়ারম্যান,
৫ নং দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(২) উপ-কর্মচারী ব্যবস্থাপক(বহর),
৮৫, নং সিরাজ দৌলা সড়ক,
নারায়ণগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১২, তারিখ ৪-৭-৯৬

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আব্দুর রব ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মহিউদ্দিন উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের নিয়োজিত আইনজীবীকে বার বার ডাকা সত্বেও উপস্থিত পাওয়া গেল না। এখন বেলা ১১-৪০ মিঃ। পুনরায় তৃতীয় ডাকের সময় প্রথম পক্ষ সৈয়দ শেখ আহাম্মদ স্বয়ং আদালত সম্মুখে উপস্থিত হন এবং আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ এই মর্মে বক্তব্য রাখেন যে, তিনি এই মোকদ্দমা চালাইবেন না। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীকে শুনিলাম। কাজেই মামলাটি প্রথম পক্ষ কর্তৃক না পরিচালনার হেতুতে খারিজ যোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মোকদ্দমাটি না পরিচালনার হেতুতে খারিজ করা হইল। প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর আদেশ নামার পার্শ্বে গ্রহণ করতঃ তাহাকে এই আদেশ অবহিত করা হউক।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং-২৬৪/৯৫

মোঃ মনির হোসেন,
প্রযত্নে-ঢাকা মহানগরী হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন,
৮নং বঙ্গবন্ধু এভিনিউ,
ঢাকা-১০০০—প্রথম পক্ষ।

বনাম

স্বত্ত্বাধিকারী, প্রবাস হোটেল,
২২৪, ফকিরাপুল,
ডি,আই,টি, রোড, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৮, তারিখ, ১৪-৮-৯৬

মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে কেন খারিজ হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। অদ্য ১ম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী গত ৯-৪-৯৬, ১৩-৪-৯৬, ২৫-৫-৯৬ ও ৩-৭-৯৬ ইং তারিখ পর পর ৪(চার) তারিখে সময়ের দরখাস্ত করেন এবং অদ্যও অনুপস্থিত। এমতাবস্থায়, প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি পরিচালনা করিতে আগ্রহী নহেন এবং উহা খারিজ যোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের তদবীর অভাবে খারিজ হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং-৮/১৯৯৫

মোঃ মোসলেম উদ্দিন, গুদাম প্রহরী,
রূপালী ব্যাংক লিঃ, ইব্রাহিম ম্যানশন শাখা,
১১ নং পুরানা পল্টন, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) সহকারী মহাব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
ইব্রাহিম ম্যানশন শাখা,
১১, পুরানা পল্টন,
ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত ঃ জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান। জনাব আনোয়ারুল আফজাল,(মালিক পক্ষ), সদস্য। জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী(শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ ১১-৮-৯৬

রায়

অত্র দরখাস্তটি ১৯৬৫ সনের বাংলাদেশ শ্রম নিয়োগ(স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক প্রথম পক্ষকে ৭-৫-৭৭ ইং তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার আবেদনে দায়ের করা হইয়াছে।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, তিনি ৭-৫-৭৭ ইং তারিখে তৎকালীন রিজিওন্যাল ম্যানেজার স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া গুদাম প্রহরী হিসাবে একাধারে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহার চাকুরীর খতিয়ান খুবই সন্তোষজনক। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক। তৎমোতাবেক সর্ব সাকুল্যে-১,৯১০ টাক মজুরী ও তৎসহ দৈনিক ১৩ টাকা হারে দুপুরের খাবার বাবদ ভাতা প্রাপ্ত হইতেন। তাহার চাকুরী ১৯৬৫ সনের বাংলাদেশ শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান মোতাবেক পরিচালিত। উক্ত আইনের ৪ ধারা মোতাবেক একাধারে তিনি ৩ মাস কাজ করিয়াছেন বিধায় তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ সুবিধা পাইবার অধিকারী। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের গুদাম প্রহরী হিসাবে যখন যে গুদামে কাজের প্রয়োজন হয় তখন তাহাকে সেই গুদামে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক বদলী করা হয় এবং এইভাবে তিনি ৭-৫-৭৭ ইং তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশ মোতাবেক বিভিন্ন গুদামে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহার কাজ কর্মের জন্য তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট জবাবদিহী করিতে হয়। সামান্য ভুলভ্রান্তি হইলেও দ্বিতীয়

পক্ষ প্রথম পক্ষকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করেন। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় ক্যাজুয়েল ছুটি, অসুস্থতা জনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি ও বোনাস ইত্যাদি প্রদান করেন। দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে তাহার বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্য সরাসরি ব্যাংকে তাহার নামীয় হিসাবে নম্বর ৪০৭২ এ জমা করেন। যেমন অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকদের বেলায় করা হয়। কিন্তু তাহাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা বা বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট এর সুবিধা রীতিমত প্রদান করা হয় না এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহাকে বিবেচনা করা হয় নাই। ১৯৯১ সনে ২নং ২য় পক্ষ সিবিএ এর সহিত একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। কিন্তু উক্ত চুক্তি পত্রের শর্ত মোতাবেক তাহাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য ২-৬-৯৪ ইং তারিখে ১৯৬৫ সনের বাংলাদেশ শ্রম নিয়োগ(স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (ক) ধারা মোতাবেক অনুযোগ পত্র রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইহার কোন প্রতিকার করা হয় নাই। তাই তিনি অত্র দরখাস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অপর দিকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে লিখিত জবাবের মাধ্যমে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। লিখিত জবাবের বক্তব্য মতে প্রথম পক্ষ একজন শ্রমিক না হওয়ায় এবং তিনি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক কোন অনুযোগ পত্র না দেওয়ায় এবং তিনি একজন সিকিউরিটি ষ্টাফ হওয়ায় তাহার মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে। ইহা ব্যতিরেকে মোকদ্দমাটি তামাদি আইনেও বারিত এবং একই বিষয় নিয়া প্রথম শ্রম আদালতে অভিযোগ ৩৯/৯৪ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করায় অত্র দরখাস্ত প্রিন্সিপাল অব রেস-জুডিকেটা দ্বারা বারিত। দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, প্রথম পক্ষের আবেদনে অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে অস্থায়ী পদের বিপরীতে খাতকের কর্মচারী হিসাবে তাহাকে নিয়োগ করা হয়। কাজেই, ৩ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি তাহার পদে স্থায়ী হইবেন এই দাবীও অবান্তর। কিন্তু অপেক্ষামান বা শিক্ষানবীশকাল শুধু মাত্র ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য যাহারা স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় পক্ষ ১৯৯১ সনে সিবিএ এর সহিত চুক্তি করেন ইহা সত্য নহে। প্রথম পক্ষ অস্থায়ী পদ ও প্রকল্পের বিপরীতে খাতকের হিসাবে একজন অস্থায়ী শ্রমিক। বাস্তবপক্ষে তাহার বেতন ভাতাদি খাতকের হিসাব হইতে মিটানো হইয়া থাকে। মেসার্স সরমীন টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর হিসাব বন্ধের পর প্রথম পক্ষ স্বেচ্ছায় ২২-৭-৭৭ ইং তারিখ হইতে মেসার্স এমবি টেনারীতে গুদাম চৌকিদার এর কাজে ব্যবহৃত হয়। তাহার বেতন কখনো ব্যাংকের শ্রমিকদের পে-রোলের অন্তর্ভুক্ত নহে। কাজেই, ব্যাংকের অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় তাহার বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা দেওয়া বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করার কোন অবকাশ নাই। সুতরাং তাহাকে তাহার নিয়োগকাল অর্থাৎ ৭-৫-৭৭ ইং তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদানের আবেদন সম্বলিত দরখাস্তটি খরচসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কিনা ?

(২) মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বা প্রিন্সিপাল অব রেস-জুডিকেটা দ্বারা বারিত কিনা ?

(৩) মোকদ্দমাটি দায়ের করিবার কারণ আছে কিনা ?

(৪) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থীত মতে ইং ৭-৫-৭৭ তারিখ হইতে ব্যাংকের অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রাপ্তি এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনার যোগ্য কিনা ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর ১,২ ও ৩ ঃ

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে অত্র বিচার্য বিষয় সমূহ একত্রে পর্যালোচনার জন্য গৃহীত হইল। প্রথম পক্ষের দাবী মতে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ৭-৫-৭৭ ইং তারিখ হইতে অস্থায়ী ভিত্তিতে গুদাম প্রহরী হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং তৎসমর্থনে নিয়োগ পত্রের ফটোকপি, প্রদর্শনী-১ দাখিল করিয়াছেন।

অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত নিয়োগ পত্রে ২য় কপি হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে তাহার ১৬-৭-৭৭ ইং তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে ২২-৭-৭৭ ইং তারিখ হইতে সার্বক্ষণিকভাবে ঢাকাস্থ হাজারীবাগে মেসার্স এম,বি, টেনারীতে গুদাম প্রহরী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে এবং যাহার অনুলিপি তিনি স্বাক্ষরযোগে গ্রহণ করিয়াছেন। নালিশী দরখাস্ত ও প্রদর্শনী ক-তে পরিদৃষ্ট স্বাক্ষর যে প্রথম পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ইহা খালি চোখেই নিরূপণ করা যায়। এমতাবস্থায়, ৭-৫-৭৭ ইং তারিখের নিয়োগ পত্রের মূল কপি দাখিল না হওয়ায় এবং অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের তরফ হইতে তাহার স্বাক্ষরিত বা স্বাক্ষরযুক্ত নিয়োগ পত্রের দ্বিতীয় কপি প্রদর্শনী-ক হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ তাহার প্রথম নিয়োগের তারিখ ৭-৫-৭৭ ইং তারিখ দাবী করিলেও উপযুক্ত নিয়োগ পত্র দ্বারা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তবে তিনি যে ২২-৭-৭৭ ইং তারিখ হইতে ২য় পক্ষের অধীনে কতিপয় শর্তে অস্থায়ী ভিত্তিতে গুদাম প্রহরী হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন ইহা ২য় পক্ষ কর্তৃক অস্বীকৃত নহে এবং তিনি যে মেসার্স এম,বি টেনারীতে সার্বক্ষণিক গুদাম প্রহরী হিসাবে কাজ করার শর্তে নিয়োগ প্রাপ্ত হন তাহাও প্রদর্শনী-ক দ্বারা সমর্থিত। উক্ত নিয়োগ পত্র, প্রদর্শনী-ক এর শর্ত মোতাবেক তাহাকে ২৫০ টাকা বেতন এবং ক্ষতিপূরণ ভাতা বাবদ ২৫ টাকা এবং তাহাকে যে কোন নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকেই অবসান যোগ্য অস্থায়ী ভিত্তিতে গুদাম প্রহরী হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নিয়োগ করা হইয়াছিল ইহা পরিষ্কারভাবে স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করা হয় যে, প্রথম পক্ষ গুদাম প্রহরী হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক তিনি কোন শ্রমিক নহেন এবং প্রথম পক্ষ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের সংজ্ঞা মোতাবেক শ্রমিক হইলেও কারণ উদ্ভবের তারিখ বা সময় উল্লেখ না থাকায় এবং উক্ত তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে এই একই আইনের অধীনে অনুযোগ পত্র দাখিল না করায় মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত।

উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ মাহবুবুল হক কর্তৃক এই মর্মে তিনি তাহার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন যে, মোকদ্দমার কারণ এখনও শেষ হয় নাই। কেননা প্রথম পক্ষ এখনও গুদাম প্রহরী হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কর্মরত রহিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের সাক্ষী (মোঃ আবুল কাশেম) ডি, ডব্লিউ-১, এর সাক্ষ্য মতে তিনি এখনও দ্বিতীয় পক্ষের নিয়ন্ত্রনে রহিয়াছেন। কাজেই, অত্র মোকদ্দমায় কারণ বিদ্যমান থাকায় ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ(স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (ক) ধারার বিধান মতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক প্রদর্শনী-৫ এবং ৩ (ক) মতে অনুযোগ পত্র রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ২-৬-৯৪ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের দাবীর কোন প্রতিকার না করায়

তৎকর্তৃক প্রথম শ্রম আদালতে ২৩-৭-৯৪ ইং তারিখে অভিযোগ মামলা দায়ের করা হয় এবং যাহা অভিযোগ ৩৯/৯৪ নম্বরে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে ২৩-১-৯৫ ইং তারিখে উক্ত মোকদ্দমার আরজি প্রথম পক্ষকে ফেরত দেওয়া হইলে তৎকর্তৃক ইং ২৩-১-৯৫ তারিখেই অত্র আদালতে দাখিল করা হয় এবং তৎভিত্তিতে অত্র অভিযোগ ৮/৯৫ নম্বর মোকদ্দমা হিসাবে নিবন্ধিত হইয়াছে। কাজেই, মোকদ্দমাটিতে কারণের উদ্ভব না হওয়া বা তামাদি দোষে বা দোবরা দোষে দুষ্ট নহে।

উপরে বর্ণিত পরস্পর বক্তব্য শ্রবণান্তে ও নথিতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপণীতে হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গুদাম প্রহরী হিসাবে নিযুক্ত হওয়ায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(২৮) ধারায় বর্ণিত শ্রমিকের সংজ্ঞা অনুসারে তিনি কোন শ্রমিক নহেন। তবে প্রথম পক্ষ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(ক) ধারার বিধান অনুসারে একজন শ্রমিক। প্রদর্শনী 'ক' মোতাবেক তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন ইহা অনস্বীকৃত। এক্ষণে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের এবং পদোন্নতির সুবিধা নিয়োগের তারিখ হইতে প্রাপ্ত হইবেন কিনা বা তাহার এই দাবী ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ(স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার আওতায় তামাদিতে বারিত হইবে কিনা ? ইহা উল্লেখ্য যে স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ এম,বি, টেনারীতে সার্বক্ষণিক গুদাম প্রহরীর দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

উপরোক্ত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে ইহা উল্লেখ্য যে, প্রদর্শনী 'ক' মোতাবেক প্রথম পক্ষ এম,বি টেনারীতে সার্বক্ষণিক গুদাম প্রহরীর দায়িত্বে ২২-৭-৭৭ ইং তারিখ হইতে নিয়োজিত হন। ডি,ডব্লিউ-১ এর জেরার বক্তব্য মোতাবেক প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছেন। ব্যাংকের পক্ষে গুদামের মাল পাহারা দিবার জন্য তাহাকে নিয়োগ করা হইয়াছে। সেখানে ব্যাংকের গুদাম রক্ষকও রহিয়াছেন। ব্যাংকের সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী গুদাম চৌকিদার এবং গুদাম রক্ষক গুদামের মাল ডেলিভারী দিয়া থাকেন। অপর দিকে এম,বি টেনারীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ৬-৬-৯২ ইং তারিখের স্বাক্ষরযুক্ত সম্মতিপত্র প্রদর্শনী "খ" মোতাবেক তাহাদের ঢাকার শেরে বাংলা রোড, হাজারীবাগস্থ গোডাউনে কর্মরত গোডাউন গার্ডের বেতন/মজুরী রূপালী ব্যাংক পে-স্কেল ১৯৯১ এর সহিত সামঞ্জস্য ভাবে প্রদান ও তৎসংক্রীয় বেতন ও মজুরী তাহারা বহন করিবে উল্লেখ রহিয়াছে। তবে প্রদর্শনী 'ক' মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ২২-৭-৭৭ ইং তারিখ হইতে কাজ করিয়া আসিতেছেন ইহা অনস্বীকার্য। এখন এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় বাৎসরিক বিতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের এবং পদোন্নতির সুবিধা তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে প্রাপ্ত হইবেন কিনা বা তাহার এই দাবী তামাদি আইনের বিধান বা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার আওতায় তামাদিতে বারিত হইবে কিনা ? উপরোক্ত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে ইহা উল্লেখ করা যায় যে, প্রদর্শনী 'ক' মোতাবেক প্রথম পক্ষ এম,বি টেনারীতে সার্বক্ষণিক গুদাম প্রহরীর দায়িত্বে ২২-৭-৭ ইং তারিখ হইতে নিয়োজিত রহিয়াছেন। ডি, ডব্লিউ-১ এর জেরা ও বক্তব্য মোতাবেক প্রথম পক্ষ এখনও দ্বিতীয় পক্ষের নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। তাহাকে ব্যাংকের পক্ষে গুদামের মালামাল পাহারা দিবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে এবং সেখানে ব্যাংকের গুদাম রক্ষকও রহিয়াছেন। প্রথম পক্ষের কার্যাবলী সর্ম্পকেও দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধি ডি, ডব্লিউ-১ এই মর্মে তাহার জেরায় সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, ব্যাংকের সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী গুদাম চৌকিদার ও গুদাম রক্ষক গুদামের মাল ডেলিভারী দিয়া থাকেন।

অপর দিকে এম,বি টেনারীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ৬-৬-৯২ ইং তারিখে স্বাক্ষরযুক্ত সম্মতি পত্র, প্রদর্শনী-খ মোতাবেক তাহাদের ঢাকার শেরে বাংলা রোডস্থ, হাজারী বাগস্থ গোডাউনে কর্মরত গোডাউন গার্ডের বেতন/মজুরী প্রদান সংক্রান্ত রূপালী ব্যাংক পে-স্কেল ১৯৯১ এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ইস্তেহারে বর্ণিত যে বেতন/মজুরী দেওয়ার সিদ্ধান্ত ব্যাংক কর্তৃক উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার ব্যয়ভার তাহারা বহন করিতে সম্মত রহিয়াছে।

উপরে বর্ণিত কাগজাদি ও স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য বিবেচনায় এবং ৪৬ ডি,এল,আর (১৯৯৪) এর ১৪৩ পৃষ্ঠাতে উল্লেখিত মোকদ্দমায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিঃ এবং অন্যান্য প্রথম পক্ষ-বনাম-চেয়ারম্যান, প্রথম শ্রম আদালত এবং অন্যান্য দ্বিতীয় পক্ষ মোকদ্দমাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নিয়োগকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হওয়ায় এবং প্রথম পক্ষ ২২-৭-৭৭ ইং তারিখ হইতে অদ্যাবধি দ্বিতীয় পক্ষের সামগ্রিম তত্ত্বাবধানে সার্বক্ষণিক গুদাম প্রহরার কাজে ব্যবহৃত থাকায় তিনি দ্বিতীয় পক্ষের একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য হইতে এমন কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা যাইতেছে না কারণ তিনি নিয়োগ প্রাপ্তির পর শিক্ষানবিশকাল ৩ মাস ইতিমধ্যেই সমাপ্তি করিয়াছেন বলিয়া পরিদৃষ্ট হইতেছে। বর্তমান মোকদ্দমাতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক যে দাবী অর্থাৎ স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগের তারিখ হইতে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের এবং পদোন্নতির সুবিধা দাবী করা হইয়াছে এই দাবী সমূহই মূলতঃ এই মোকদ্দমার কারণ এবং এই দাবী সমূহই মোকদ্দমার কারণ হইয়া থাকিলে শিক্ষানবীশকাল শেষে বা নিয়োগের ৩ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরই উক্ত কারণ উদ্ভব হওয়ার কথা। কিন্ত ২২-৭-৭৭ ইং তারিখ হইতে ৩ মাস পর অর্থাৎ ২০-১০-৭৭ ইং তারিখে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য হওয়ার পরে তিনি প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতির বিষয়ে কোন অনুযোগ পত্র দ্বিতীয় পক্ষকে দেন নাই। কাজেই, তাহার নিয়োগকাল হইতে বেতন বৃদ্ধির দাবীটি তামাদি আইনের ১ম তফসিলভুক্ত ৭ নং অনুচ্ছেদ ও ১০২ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক বারিত হইয়াছে দেখা যায়। একইভাবে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রথম পক্ষ গুদাম প্রহরী হইলে কি পদে পদোন্নতি পাইবেন তাহার কোন উল্লেখ প্রথম পক্ষের দরখাস্তে নাই এবং একইভাবে তিনি যে সংশ্লিষ্ট সময় পদোন্নতির দাবী করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক উক্ত সময় তাহাকে পদোন্নতি না দেওয়ায় তিনি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান মোতাবেক অনুযোগ পত্র দাখিল করিয়াছেন এমন কোন প্রমাণ পত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই বা এই বিষয়ে অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তেও প্রদর্শনী-৩ তে উল্লেখ নাই। কাজেই, নিয়োগের তারিখ হইতে প্রথম পক্ষকে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ও পদোন্নতির সুবিধা প্রদানের দাবী সংশ্লিষ্ট সময় অর্থাৎ স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য হওয়ার পর হইতে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (ক) ধারা মোতাবেক ১৫ দিনের মধ্যে অনুযোগ পত্র প্রদানের মাধ্যমে উপস্থাপন না করায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি একদিকে যেমন তামাদি আইনের বিধান মতে তামাদিতে বাধিত হইয়াছে। অপরদিকে দেখা যায় যে, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক উহা প্রতিপালন না করায় উক্ত আইনের অধীনে মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, যদিও প্রদর্শনী-৩, ৩(ক) ও ৩(খ) হইতে দেখা যায় যে, অনুযোগ পত্র ৭-৫-৭৭ ইং তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুবিধাদির দাবী করিয়া ২-৬-৯৪ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হইয়াছে। উক্ত অনুযোগ পত্র বা গ্রীভান্স পিটিশনে উল্লেখিত দাবীর বিষয়টি ইতিপূর্বে দাবী করা হইয়াছিল কিনা উহা উল্লেখিত নাই এবং দরখাস্তেও এই বিষয় কিছু উল্লেখ নাই। কাজেই এই সকল বিষয়াদি ও মোকদ্দমার সাক্ষাদি বিবেচনাক্রমে আমি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হইতে

বাধ্য হইতেছি যে, মোকদ্দমাটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারার বিধান মোতাবেক বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষণীয় নহে এবং একইভাবে মোকদ্দমার বিষয় সমূহ সাধারণ তামাদি আইনেও বারিত। দোবরা বিষয়টি যুক্তিতর্ক কালে উত্থাপন করা হয় নাই। ইহা ব্যতিরেকে মোকদ্দমাটির বিষয়ে যে ইতিপূর্বে একবার বিচার হইয়াছিল এইরূপ কোন কাগজাদিও দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক অত্র আদালত সম্মুখে সরবরাহ করা হয় নাই। কাজেই, মোকদ্দমাটি দোবরা দোষে দোষিত নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

৩নং বিচার্য বিষয় সর্ম্পকে ইহা উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আলোচনার ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আর কোন পৃথক মতামত প্রদান করার প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে ৪ নং বিচার্য বিষয় প্রসংগে আমি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য হইলেও তিনি তাহার দাবী মোতাবেক নিযুক্তির তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ড ফান্ডের সুবিধা পাপ্তি এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনার যোগ্য হইবেন না। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে নিঃ খরচায় খারিজ হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।